بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৩শে মে, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় মক্কা-বিজয়ের প্রেক্ষাপট এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং পাকিস্তানের একজন শহীদ মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় আমি একজন মুসলমান কর্তৃক ইসলামের এক শত্রুকে **'সালাম'** প্রদানের পরও হত্যার ঘটনা উল্লেখ করে সূরা নিসা'র আয়াত পাঠ করেছিলাম যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'তোমরা সালাম প্রদানকারীকে মু'মিন নও এ কথা বোলো না'** (সূরা আন্ নিসা: ৯৫)। মহানবী (সা.) এই ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনা শুনে চরম অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করেন এবং এ কাজটিকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে তাকে দূরে সরিয়ে দেন; এমনকি কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বদ্দোয়াও করেছিলেন। যাহোক, পরবর্তীতে হুনায়েনের যুদ্ধে সেই নিহত ব্যক্তির কিসাসের দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল যা ইনশাআল্লাহ্ উক্ত যুদ্ধের স্মৃতিচারণের সময় আলোচনা করা হবে। হুযূর (আই.) এ প্রেক্ষাপটে বলেন, হায়! বর্তমান যুগের তথাকথিত মৌলভীরা, যারা নিজেদেরকে ধর্মের ঠিকাদার দাবি করে, তারা যদি এ বিষয়টি অনুধাবন করত এবং আহমদীদের ওপর যে, অত্যাচার চালাচ্ছে তা থেকে বিরত হতো!

এরপর হুযূর (আই.) মক্কা-বিজয়ের অভিযান বা মহান বিজয় সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেন যা ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই মক্কা-বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন যার ফলে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা বনী ইসরাঈলের ৮১নং আয়াত **وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا** এর ব্যাখ্যায় বলেন, **আমাকে এ শহরে অর্থাৎ, মক্কায় উত্তমভাবে প্রবেশ করাও অর্থাৎ, হিজরতের পর বিজয় দান করো এবং নিজের পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের উপকরণ সৃষ্টি করো**। এটি হিজরতের পূর্বেই মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল আর এতে হিজরত এবং মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছিল।

এরপর সূরা ফাতহ্র ১৯নং আয়াতেও মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, **لَقَدْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ یُبَایِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِیْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِیْنَةَ عَلَیْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیْبًا** **অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা একটি গাছের নিচে তোমার বয়আত করেছিল। আর তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অতএব, তিনি তাদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন**। হিজরতের সময় এ আয়াত অবতরণের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, প্রকৃত বিষয় হলো, যেদিন মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা সেদিনই তাকে (সা.) মক্কা-বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।

সূরা আল্ কাসাসের ৮৬নং আয়াতটিও হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে লিপিবদ্ধ আছে, **اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰی مَعَادٍ** অর্থাৎ, **নিশ্চয় যিনি তোমার ওপর কুরআনকে ফরয (আবশ্যক) করেছেন তিনিই তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন**। হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, **এ আয়াতে**

প্রত্যাবর্তনস্থল বলতে মক্কাকে বুঝানো হয়েছে। এক বর্ণনায় রয়েছে, হিজরতের সময় মহানবী (সা.) যখন মক্কা এবং মদীনার মাঝামাঝি স্থানে ছিলেন সে সময় তিনি মক্কার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেন। তখন হযরত জীব্রাঈল (আ.) অবতরণ করেন এবং বলেন, **আপনি কি নিজ দেশ ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা রাখেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ।** তখন জীবরাঈল (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, إِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ অর্থাৎ, **নিশ্চয় যিনি তোমার ওপর কুরআনকে ফরয (আবশ্যক) করেছেন তিনিই তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন।** অর্থাৎ, কুরাইশের ওপর বিজয় দান করে মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। কেননা, মহানবী (সা.) প্রথমে মক্কায় ছিলেন, এরপর সেখান থেকে চলে গেছেন আর এরপর সেখানে ফিরে এসেছেন। আর প্রত্যাবর্তনের এ বিষয়টি মক্কা ছাড়া আর কোনো স্থানের জন্য যথার্থ হয় না।

পবিত্র কুরআনের আরেক স্থানে সূরা আল্ বাকারার একটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ, **এবং তুমি যেখান থেকেই বের হও না কেন তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও, কারণ নিশ্চয় এটি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সমাগত সত্য।** হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করেন, তফসীরকারকগণ এর অর্থ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাকো সর্বাবস্থায় তোমাদের ক্বিবলা মসজিদুল হারামের দিকেই নিবদ্ধ রাখো। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এখানে ক্বিবলার দিকে মুখ করার কথা বলা হয়নি। কেননা **প্রথমত,** শহরে অবস্থানের সময় নামাযের তুলনায় শহর থেকে বের হওয়ার সময়কার নামাযের সংখ্যা খুবই কম। সেক্ষেত্রে এ সময়টিকে নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করা যথার্থ মনে হয় না। **দ্বিতীয়ত,** সফরের সময় তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্বিবলামুখি থাকার পরিস্থিতিই থাকে না আর যেদিকে সম্ভব সেদিকে মুখ করেই নামায আদায়ের নির্দেশ রয়েছে। অতএব, সফরে ক্বিবলার দিকে মুখ করেই নামায আদায় করতে হবে- এটিও এ আয়াতের যথার্থ অর্থ হতে পারে না। **তৃতীয়ত,** তারা এ আয়াতের যে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করেছে যে, তোমরা যেখান থেকেই বের হও তোমাদের মুখ মসজিদুল হারামের দিকে নিবদ্ধ করো -এটিও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। কেননা, চলার পথে কী নামায আদায় করা হয় নাকি কোথাও অবস্থান করে নামায আদায় করতে হয়? যদি আয়াতের শব্দাবলি, **'হায়সু মা কুনতু ফাওয়াল্লি ওয়াজহাকা শাতরাল মাসজিদিল হারাম'** অর্থাৎ, **তোমরা যেখানেই থাকো মসজিদুল হারামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো**— এমনটি হতো তাহলে তাদের অর্থ সঠিক বলে ধরে নেয়া যেত।

কাজেই, এ আয়াতে প্রকৃতপক্ষে যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে হিজরত করছিলেন তখন কাফিররা আপত্তি করছিল যে, আপনি তো ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়ার সত্যায়নকারী হওয়ার দাবি করেছেন, অথচ আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **হে মুহাম্মদ (সা.)! তোমার মক্কা থেকে এখন বের হয়ে যাওয়া অস্থায়ী। আমরা তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা পুনরায় তোমাকে এখানে ফিরিয়ে আনব এবং বিজয় দান করব।** অতএব, এ আয়াতের মাধ্যমে বলা হচ্ছে, তোমরা যেখান থেকেই বের হও আর যেখানেই যাও না কেন তোমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন মক্কা-বিজয় হয়। এছাড়া **খুরুজ** এর একটি অর্থ সেনাভিযান পরিচালনা করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, তোমরা যেখানেই সেনাভিযান পরিচালনা করো কিংবা যেখানেই যুদ্ধের জন্য যাও— তোমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এসব যুদ্ধাভিযান যেন মক্কা-বিজয়ের ভিত রচনাকারী হয়।

হুযূর (আই.) বলেন, এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, হে মুসলমানরা! তোমাদের একটিই লক্ষ্য হওয়া উচিত আর তা হলো, তোমরা কাবাগৃহ জয় করে একে ইসলামের কেন্দ্র বানাবে।

কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা না হবে, মক্কা মুসলমানদের অধীনস্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত আরববিশ্ব মুসলমান হবে না। অতএব, মুসলমানদের জন্য এ প্রোগ্রাম পূর্বনির্ধারিত ছিল। যদি মুসলমানদের সমস্ত যুদ্ধাভিযানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে বুঝা যায় যে, মক্কা-বিজয়ের পূর্বে এসবের উদ্দেশ্য ছিল একটিই আর তা হলো, মক্কা-বিজয়ের পথ সুগম করা। হুযূর (আই.) বলেন, এ বিষয়ে ভূমিকাস্বরূপ বিস্তারিত উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল কারণ, আগামীতে মক্কা-বিজয়ের উল্লেখ করা হবে আর তখন এই প্রেক্ষাপট জানার কারণে বিষয়টি অনুধাবনে সহজ হবে, ইনশাআল্লাহ্।

খুতবার শেষভাগে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের **সারগোধা নিবাসী মুকাররম শেখ মুবাশ্বের আহমদ সাহেবের পুত্র শহীদ মরহুম ডাক্তার শেখ মুহাম্মদ মাহমুদ সাহেবের** স্মৃতিচারণ করেন। ঘটনার বৃত্তান্ত হলো, ডাক্তার সাহেব জুমুআর নামায আদায় করে স্বপরিবারে সারগোধার ফাতিমা হাসপাতাল পৌঁছেন, যেখানে তিনি রোগী দেখতেন। হাসপাতালে ঢুকে নিজের কক্ষের দিকে যাচ্ছিলেন, সেখানে আগে থেকেই ওঁৎ পেতে থাকার একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তাঁর পিছু পিছু আসে এবং শপিং ব্যাগ থেকে পিস্তল বের করে ডাক্তার সাহেবকে পেছন দিক থেকে গুলি করে। তাঁর শরীরে দুটি গুলি বিদ্ধ হয় এবং তা তাঁর শরীর ভেদ করে বের হয়ে যায়। দ্রুত তাঁকে সিভিল হাসপাতালে নেওয়া হয়, কিন্তু আঘাতের তীব্রতায় মুকাররম ডাক্তার সাহেব শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ।

শাহাদতের সময়ে মরহুমের বয়স ছিল ঊনষাট বছর। মরহুম শহীদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল তার প্রপিতামহ মোকাররম বাবু এজাজ হোসাইন সাহেবের ভাই হযরত সরফরাজ হোসাইন সাহেব দেহলভী (রা.)-র মাধ্যমে। যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আহমদী জামাতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে শহীদ মরহুমের প্রপিতামহ বাবু এজাজ হোসাইন সাহেব দেহলভী তার ভাইয়ের মাধ্যমে বয়আত করেন। ২০০১ সালে যখন তিনি সারগোধায় আসেন তখন থেকেই নিয়মিত রাবওয়ার ফযলে ওমর হাসপাতালে ভিজিটিং ডাক্তার হিসেবে সেবা প্রদান করছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর হাতে রোগমুক্তির শক্তি দিয়েছিলেন এবং অসংখ্য মানুষ তাঁর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। তিনি জাগতিক জ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞানেও বুৎপত্তি রাখতেন। পবিত্র কুরআনের তফসীর, তাযকেরা, রূহানী খাযায়েনসহ অন্যান্য জামাতী বই-পুস্তক এবং বিতর্কিত বিষয়াদির পুস্তক গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন। শহীদ মরহুম সারগোধা জেলার নায়েব আমীর হিসেবে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। গত তিন বছর যাবৎ তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা নিজের অসুস্থতার ওপর অন্যের অসুস্থতাকে প্রাধান্য দিতেন এবং সবসময় মানুষের সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। রোগীদের প্রতি সহানুভূতি, ভালোবাসা এবং অভাবীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করার বিশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। অভাবীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া ছাড়া তাদের ফিরে যাওয়ার ভাড়াও দিয়ে দিতেন। হুযূর (আই.), শহীদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের বরাতে তাঁর স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁর এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়ান।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন

আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)